169

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...OCT. 13 1999
পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ৭.....

৬০০ কোটি মানুষের পৃথিবী

গতকাল আমাদের এই গ্রহটিতে মানবসন্তানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০০ কোটি। ঐ দিন পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে ৩ লাখ ৫৬ হাজার শিশু। এদের যেকোন একজন হয়েছে ৬০০ কোটিতম মানবসন্তান। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) দিনটিকে পালন করেছে 'ডে অব সিক্স বিলিয়ন' হিসাবে। উল্লেখ্য, পরিসংখ্যানের হিসাব অনুযায়ী গতকাল যে ৩ লাখ ৫৬ হাজার শিশু জন্ম নিয়েছে, তাদের অর্ধেক মেয়ে। এই নবজাতকদের ৯০ শতাংশের জন্ম উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এক-তৃতীয়াংশ জন্ম দরিদ্র পরিবারে। এদেরকে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই বড় হতে হবে।

পৃথিবীতে এখন প্রতিবছর ৭ কোটি ৮০ লাখ মানুষ বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেসব দেশেই বেশি যেসব দেশ তাদের জনগণের চাহিদা মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। ১৯৬০ সালে পৃথিবীর যে জনসংখ্যা ছিল গতকাল তা হয়েছে দ্বিগুণ, ১৯২৭ সালের তুলনায় হয়েছে ৩ গুণ।

১৯৬০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩০০ কোটি। হাজার হাজার, লাখ লাখ বছর সময় লেগেছিল এই ৩০০ কোটি সংখ্যায় পৌছাতে। এই ৩০০ কোটিতে পৌছাতে যেখানে লাখ লাখ বছর লেগেছিল সেখানে মাত্র চারটি দশকের মধ্যেই পরের ৩০০ কোটিতে পৌছানো গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্বে খানিকটা কমেছে এ কথা বলা হলেও ধারণা করা হচ্ছে এখন যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাতে ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা ১০৭০ কোটিতে দাঁড়াবে। তবে জাতিসংঘের প্রত্যাশা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও কমবে এবং ২০৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৮০৯ কোটিতে। তবে জাতিসংঘের এ প্রত্যাশা পূরণ হবে কি-না তা এখনও নিশ্চিত করে বলা কঠিন। কেননা বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত কর্মসূচীগুলোতে উন্নত ও ধনী দেশসমূহের অর্থ যোগান দেয়ার ব্যাপারটি সব সময় কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে থাকে না। এক সময় ধারণা করা হতো পৃথিবী হয়ত পাঁচ-ছয় শত কোটি জনসংখ্যা ধারণ করতে অক্ষম। কোন কোন বিশেষজ্ঞ অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, এর চাইতেও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে এ বিশ্ব অনায়াসে ধারণ করতে পারে। যাই হোক, বিশ্বের উন্নত ও ধনী দেশগুলোর জন্য যতটা নয়, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ তার চেয়ে বড় সমস্যা দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য। শেষোক্ত এই দেশগুলোতে জনসংখ্যা সমস্যা এমনিতেই প্রকট। এ সমস্যা সমাধানে এই দেশগুলোর সরকারসমূহের হিমশিম খাওয়ার অবস্থা। আগামীতেও এ দেশগুলোর সামনে এ সমস্যা থেকে যাবে। কেননা এক হিসাবে জানা যায়, আগামী বছরগুলোতে যে সব শিশু জন্ম নেবে, তাদের ৯০ শতাংশই জন্ম নেবে দরিদ্র দেশগুলোতে। সুতরাং সমস্যা বাড়বে বৈ কমবে না।

সমস্যাটি আমাদের বাংলাদেশের জন্যও কম নয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা এরই মধ্যে ১২ কোটি ৫০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। কেউ কেউ বলেছেন, ২০২৫ সাল নাগাদ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সম্ভাবনা। জনসংখ্যার চাপে আজ বাংলাদেশে যে অবস্থা তাতে বছর পঁচিশেক পরে বাড়তি ১২ কোটি কি সমস্যা সৃষ্টি করবে তা অনুমান করা খুব একটা শক্ত নয়।

আর এই অবস্থাটি শুধু বাংলাদেশেরই নয়, প্রায় সব দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের মোটামুটি একই অবস্থা। সেজন্য এখন থেকেই অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে জনসংখ্যা রোধের পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। এই লক্ষ্যে সাফল্য অর্জন করতে হবে আরও। জনসংখ্যা রোধের কার্যক্রমে অবশ্য বাংলাদেশের খানিকটা সাফল্যও রয়েছে। কিছুদিন আগে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এক সমাবেশে বলেছিলেন, বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে তার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর অনেকটা নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে। তাঁর মতে, উল্লেখযোগ্য এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসার এবং বিশেষ করে নারীদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। যাই হোক, তার পরও আমাদের এই দেশটিতে জনসংখ্যা সমস্যাটি এখনও এক নম্বর সমস্যা হিসাবেই চিহ্নিত। সুতরাং এ সমস্যার সমাধানে কাজ করা খুবই জরুরী। তবে জনসংখ্যা সমস্যা প্রধানত উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলোয় হলেও এ সমস্যার মন্দ প্রভাবগুলো উন্নত দেশগুলোতেও পড়ছে। তাই এটি একটি বিশ্বজনীন সমস্যা। সেজন্যই উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে সকল দেশকেই আরও আন্তরিকতা নিয়ে এক হয়ে এ সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।